ইউরো - ২০০৮
স্পেন চ্যাম্পিয়ন

ওয়াসিম খান পলাশ
প্যারিস থেকে

ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশীপকে বলা যেতে পারে সেমি বিশ্বকাপ। ল্যাটিন আমেরিকার ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনাকে বাদ দিলে প্রতিযোগীতাটা আসলে ইউরোপিয়ানদের ভিতরই সীমাবদ্ধ হয়ে যাবে। বিশ্বকাপ জন্মলগ্নে উরুগুয়ে, কলম্বিয়া বিশ্ব ফুটবলের শক্তি হিসেবে আর্বিভুত হলেও ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে পারেনি। নর্থ আমেরিকার মেক্সিকো বরাবরই আন্ডার ডগ। আর আফ্রিকার দেশ গুলো দুই একটি বড় ম্যাচে আচমকা সাফল্য পেলেও ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে পারে না।

কিন্তু ইতি মধ্যেই ইউরোপের অনেক গুলো দেশ বিশ্বফুটবলে শক্তিশালী দেশ হিসেবে আর্বিভুত হয়েছে। ইটালী,ফ্রান্স,জার্মানী,ব্রিটেন,স্পেন,পর্তুগাল,হল্যান্ড ইতি মধ্যেই বিশ্বফুটবলে শক্তিশালী দল। শক্তি ও মানের দিক দিয়ে প্রতিটি দলই সমানে সমান। সামান্য পার্থক্যের মাপ কাঠিতে কখনোই বলা যাবে না কোনো টুর্নামেন্টে কে চ্যাম্পিয়ন হবে। এছাড়া ডেনমার্ক, রাশিয়া,ক্রোয়েশিয়া,রুমানিয়ার মত দেশগুলোও বেশ উঠে এসেছে। একের পর এক চমক সৃষ্টি করে চলেছে।

অষ্ট্রিয়া-সুইজারল্যান্ডের যৌথ উদ্যোগে এবার অনুষ্ঠিত হলো ইউরোপীয়ান চ্যাম্পিয়নশীপ। এবারের আসরে বেশ কয়েকটি দেশ অংশ নেয়নি। ইংল্যান্ড, ডেনমার্কের মত শক্তিশালী দেশও। এছাড়া যুগোস্লাভিয়া,স্লোভেনিয়া,আয়ারল্যান্ড অনুপস্থিত।

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

ইউরোপীয়ান চ্যাম্পিয়নশীপের চূড়ান্ত পর্বে দলগুলো চারটি গ্রুপে অংশ নেয়। এ গ্রপে- সুইডেন, চেকোস্লাভিয়া,পর্তুগাল, তুরস্ক। বি গ্রুপে – অষ্ট্রিয়া, ক্রোয়েশিয়া,জার্মানী, পোল্যান্ড। সি গ্রুপে- নেদাল্যান্ড, ইটালি, পর্তুগাল ও ফ্রান্স। এবং ডি গ্রুপে – গ্রীস, সুইজারল্যান্ড, স্পেন ও রাশিয়া।

এবারের ইউরোপীয়ান কাপে বিগত ৪৪ বছরের মধ্যে স্পেন ইউরোপ শিরোপা লাভ করে। প্রতিটি ম্যাচে ছন্দময় খেলা,গতি এবং পারফরমেন্সের ধারাবাহিকতাই স্পেনকে শিরোপা এনে দেয়। একটি ফাইনাল খেলার অপেক্ষা তাদের ২৪ বছরের। ফারনান্দো তেরেসের গোলে জার্মানীকে ১-০ গোলে হারিয়ে ১৯৬৪ সালের পর আবার ইউরোপ শিরোপা জয় করলো স্পেন। বিশ্বের হাতে গোনা যে কয়েকটি দেশে ফুটবল এবং ফুটবলারদের পৃষ্ঠপোষকতা করে থাকে। তাদের একটি দেশ স্পেন। বর্তমানে প্যানিস লীগ বিশ্বের সবচেয়ে দামী ও জমকালো লীগ। নামী দামী সুপারষ্টাররা কোটি কোটি ডলার পারিশ্রমিকের বিনিময়ে খেলে থাকেন বার্সেলোনা অথবা রিয়াল মাদ্রিদের মত বিশ্বের শ্রেষ্ঠ দলগুলোতে। ক্লাসিক ফুটবল খেলে থাকে স্পেন। আর তাইতো ফুটবল বিশেষজ্ঞরা এবারের ফাইনালটিকে আখ্যায়িত করেছিলেন যন্ত্র বনাম শিল্পের লড়াই হিসেবে। সে লড়াইয়ে শেষ পর্যন্ত শিল্পেই জয় হলো। যোগ্যতার দল হিসেবেই স্পেন ইউরো শিরোপা জয় করলো। আর তার সাথে জয় করলো বিশ্ব ফুটবল সংস্থা ফিফা কতৃক ঘোষিত রেংকিং এর এক নাম্বার স্থানটি।

এবারের চ্যাম্পিয়নস শীপে শুরু থেকেই স্পেন দুর্দান্ত খেলে। ডি গ্রুপে তাদের অন্যান্য প্রতিদ্বন্দী ছিল রাশিয়া,সুইডেন ও গ্রীস। ১০ ই জুন প্রথম ম্যাচে রাসিয়াকে ৪-১ গোলের বিশাল ব্যবধানে

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

পরাজিত করে। তাদের গতিশীল ও ছন্দময় খেলা রাসিয়াকে বিধ্বত্ব করে ফেলে। পরবর্তী দুই ম্যাচে সুইডেন ও গ্রীসকে ২-১ এ পরাজিত করে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে কোয়াটার ফাইনালে উঠে। কোয়াটার ফাইনালে তারা মুখোমুখী হয় বর্তমান বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ইটালির।

ইটালি তাদের প্রথম ম্যাচে হল্যান্ডের কাছে ০-৩ গোলে পরাজিত হয়। দ্বিতীয় ম্যাচে রুমানিয়ার সাথে ১-১ গোলে ড্র করে আবারও হোচট খায়। ফলে কোয়ার্টার ফাইনাল অনেকটা অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। শেষ ম্যাচে শক্তিশালী ফ্রান্সকে ২-০ গোলে পরাজিত করে গ্রুপের দ্বিতীয় দল হিসেবে কোয়ার্টার ফাইনালে উন্নীত হয়।কোয়াটার ফাইনালে স্পেন ইটালির মুখোমুখি হয়। কোয়াটার ফাইনালে অত্যন্ত প্রতিদ্বন্ধীতা এই ম্যাচ ১২০ মিনিট গোল শুন্য ড্র থাকে এবং ট্রাইবেকারে গড়ায়। ট্রাইবেকারে স্পেন ৪ – ২ গোলে ইটালীকে পরাজিত করে সেমিফাইনালে উন্নীত হয়। সেমিফাইনালে স্পেন রাশিয়ার মুখোমুখি হয়। এক দুর্দান্ত ম্যাচে ৩ – ০ গোলে রাশিয়াকে পরাজিত করে। খেলার ৫০,৭৩ ও ৮২ মিনিটে যথাক্রমে এমেন্ডেজ, গুইজা ও সিলভা গোল করেন।

অপর দিকে জার্মানী বি – গ্রুপ থেকে দ্বিতীয় দল হিসেবে কোয়াটার ফাইনালে উন্নীত হয়। গত ৮ই জুন প্রথম ম্যাচে পোল্যান্ডকে ২ – ০ গোলে পরাজিত করে। খেলার ২০ ও ৭২ মিনিটে পোডালস্কি গোল দুটি করেন। কিন্তু দ্বিতীয় ম্যাচে জার্মানী তাদের ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে পারেনি। ক্রোয়েসিয়ার কাছে তারা ১ – ২ গোলে পরাজিত হয়। ১৬-০৬-০৮ তারিখে অষ্ট্রিয়াকে ১ – ০ গোলে পরাজিত করে কোয়াটার ফাইনালে উন্নীত হয়। এক প্রতিদ্বিতাপুর্ন ম্যাচে কোয়াটার ফাইনালে তারা শক্তিশালী পর্তুগালকে ৩ – ২ গোলে পরাজিত করে। খেলার ২২,২৬ ও ৬১ মিনিটে যথাক্র মে গোল গুলো করেন সোয়াজনেগার, ক্লোজ ও মিখাইল বালাক। অপরদিকে পর্তুগালের পক্ষে গোল দুটো করেন খেলার ৪০ ও ৮৭ মিনিটে যথাক্রমে নুনো গোমেজ ও হেল্ডার পোর্স্টিগা। সেমিফাইনালে তারা অপেক্ষাকৃত দুর্বল প্রতিপক্ষ তুর্কি কে ৩ – ২ গোলে পরাজিত করে। খেলার ২৬,৭৯ ও ৯০ মিনিটে গোল গুলো করেন সোয়েজনেগার, ক্লোজ এবং ল্যাম্ব।

জার্মানী ফাইনালে এলেও গ্রুপের দ্বিতীয় ম্যাচেই তাদের ছন্দ পতন হয়।এছাড়া পরবর্তী ম্যাচ গুলোতে জয় পেলেও তাদের বেশ গোল হজম করতে হয়।

ভিয়েনায় অনুষ্ঠিত ফাইনালটি ছিল অত্যন্ত আকর্ষর্নীয় ও প্রতিদ্বন্ধিতাপূর্ন । গতি, ছন্দ, টেকনিক খেলাটিকে অত্যন্ত উপভোগ্য করে তোলে। ফাইনালেও স্পেন তাদের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে জার্মানীর প্রভাব বিস্তার করে ইউরোপীয়ান কাপ জয় করে।

polashsl at yahoo.fr

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

প্যারিস- ১৫-০৭-০৮ চলবে ----------

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com